কোটচাঁদপুরে আগুনে পুড়ে ছাই কয়েল তৈরির কাঁচামাল কারখানা

কোটচাঁদপুরে আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে কয়েল তৈরির কাঁচামাল কারখানা। এতে করে ২৭ লাখ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে দাবি ভুক্তভোগিদের। গতকাল সোমবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপেুরর বড়বামনদহ সড়কের একটি কারখানায়।

ভুক্তভোগী রাশেদুল ইসলাম বলেন, সোমবার রাত ২.৩০ মিনিটের সময় কারখানায় আগুন লাগে। এ সময় স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে ছুটে আসেন ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যায় আমার প্রতিষ্ঠানটি।

কারখানায় নারকেলের মালায় ভেঙ্গে চুর্ন করা হত। করা হত কাঠের গুড়ারও চুর্ন। যা কয়েল তৈরিতে কাঁচা মাল হিসেবে ব্যবহারিত হত।

এ ছাড়া ছিল পুরাতন প্লাস্টিক,পলিথিন পসেসিংয়ের মেশিন। আগুনে মোট ৫ টি মেশিন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পুড়ে নস্টো হয়েছে কয়েল তৈরির ৬ শ বস্তা কাঁচা মাল,কারখানার আসবাবপত্র। ।

কারখানার মালিক রাব্বি কোটচাঁদপুর কলেজের বাসস্ট্যান্ড এলাকার আব্দুর রহিমের ছেলে। তিনি বলেন, আমার পিতা আব্দুর রহিমের অনেক পুরাতন ব্যবসা ছিল এটা। গেল বছর ইসলামি ব্যাংক থেকে ১২ লাখ টাকা লোন করা হয়। গড়ে তোলা হয় প্লাস্টিক কারখানাটি।

তিনি বলেন, এ কারখানায় নারকেলের মালায় ভেঙ্গে চুর্ন করা হত। করা হত কাঠের গুড়ারও চুর্ন। যা কয়েল তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারিত হত। সব মিলিয়ে আগুন লেগে ২৭ লাখ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে আমার।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন মাস্টার আক্কাস আলী বলেন,খবর পেয়ে আমরা রাত ৩.২০ মিনিটের সময় ঘটনা স্থলে পৌছায়। ২ ঘন্টার চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রনে আসে।

তিনি বলেন, বৈদ্যুতিক গোলযোগে এ ঘটনা ঘটতে পারে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তের পর বলা যাবে প্রকৃত ক্ষতির পরিমান। তবে আনুমানিক ১২ লাখ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে। আর উদ্ধার করা

হয়েছে প্রায় ৩০ লাখ টাকার মালামাল।

কোটচাঁদপুরে পানির কারখানায় অভিযান ৬০ হাজার টাকা জরিমানা

কোটচাঁদপুরে পানির কারখানায় অভিযান চালিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালত। তিন প্রতিষ্টানকে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা, বন্ধ করা হয়েছে একটি। সোমবার কোটচাঁদপুর শহরে এ অভিযান চালানো হয়।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর পৌর শহরে কয়েক জন অসাধু ব্যক্তি ফ্রেস পানির নামে অবৈধ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে, তাদের ব্যবসা করে আসছিল। গতকাল সোমবার ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান চালান কোটচাঁদপুর ব্রীজঘাট হালদার পাড়ার এস এম নুরুল আমীনের আলামিন টেড্রিংয়ের বিশুদ্ধ পানি সাপ্লাই, কলেজ বাসস্ট্যান্ডের আক্তার হোসেনের মিরর ডিংকি ওয়াটার ও হাইস্কুল সড়কের রুহুল আমীনের কোটচাঁদপুর ফ্রেস পানির কারখানায়।

এ তিনটি পানির কারখানাকে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমান আদালত। আর বন্ধ করে দিয়েছেন আলামিন ট্রেডিংয়ের ব্যাটারির পানির কারখানাটি।

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহের ভোক্তাধিকারের সহকারি পরিচালক মামুনুল হাসান, কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্যানিট্যারি ইন্সপেক্টর মনিরুজ্জামান সহ সঙ্গীয় পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্যরা।

এ ব্যাপারে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খান মাসুম বিল্লাহ বলেন, ভোক্তাধিকারের ৩৭ ধারা অনুযায়ী কোটচাঁদপুরেন তিনটি পানির কারখানাকে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আর বন্ধ করে দেয়া হয়েছে একটি ব্যাপারির পানির কারখানা।

তিনি বলেন, প্রাথমিক ভাবে এ জরিমানা করা হয়েছে। এরপরও তারা সংশোধন না হলে, পরবর্তীতে জরিমানা সহ অন্যান্য পদক্ষেপ নেয়া হবে।

দর্শনায় তিন প্রতিষ্ঠানকে ৩৩ হাজার টাকা জরিমানা

দর্শনায় পৃথক স্থানে চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তাঅধিকার অভিযান পরিচালনা করে ৩ প্রতিষ্ঠানে ৩৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে।

সোমবার দুপুর ১টার দিকে পরিচালিত এ অভিযানে মুদিখানা, পোল্ট্রি ফিড, ঔষধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয় কর্তৃক দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পুরাতন বাজার ও রুদ্রনগর এলাকায় অভিযান পরিচালিত হয়।

এ অভিযানে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের রুদ্রনগর এলাকায় মেসার্স সোহাগ স্টোর নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিকালে মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য (পোল্ট্রি ফিড, কীটনাশক ও খাদ্যপণ্য) বিক্রয় ও প্রতিষ্ঠানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক সোহাগ রানাকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৩৮ ও ৫১ ধারায় ১৫ হাজার টাকা, একই এলাকায় মেসার্স লিমা স্টোরের মালিক জাহাঙ্গীর হোসেনকে প্রতিষ্ঠানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ৩৮ ধারায় ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

পরবর্তীতে দর্শনা পুরাতন বাজার এলাকায় মেসার্স মীম পোল্ট্রি কর্ণার নামক ডিলার প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালিত হয়। এসময় প্রতিষ্ঠানে মুরগি ও প্রাণীর মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ, ভিনেগার প্রদর্শন ও বিক্রয় করার অপরাধে মালিক মেহেদী হাসানকে ৫১ ধারায় ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ অভিযান পরিচালনা কালে অভিযুক্ত সবাইকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে নির্দেশনা দেয়া হয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য জনসম্মুখে নষ্ট করা হয়।

পরবর্তীতে উপস্থিত জনসাধারণকে এ সকল বিষয়ে সচেতন ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।

এসময় তিনি বলেন জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তাধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন দর্শনা থানা পুলিশের একটি টিম।

ভরিতে সোনার দাম কমলো ১ হাজার ১৬৬ টাকা

সোনার দাম ভরিতে এক হাজার ১৬৬ টাকা কমিয়ে নতুন দাম নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)। এতে সবচেয়ে ভালো মানের সোনার দাম হয়েছে ভরি প্রতি ৯১ হাজার ৯৬ টাকা। যা এতদিন ছিল ৯২ হাজার ২৬২ টাকা।

রোববার বাজুসের মূল্য নির্ধারণ ও মূল্য পর্যবেক্ষণ স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান এম এ হান্নান আজাদ স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। সোমবার থেকে স্বর্ণের এই নতুন দাম কার্যকর করা হবে।

নতুন দাম অনুযায়ী, সোমবার থেকে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনা কিনতে লাগবে ৯১ হাজার ৯৬ টাকা। ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি ১০৫০ টাকা কমিয়ে করা হয়েছে ৮৭ হাজার ১৩ টাকা, ১৮ ক্যারেটের দাম ৮৭৫ টাকা কমিয়ে ৭৪ হাজার ৫৯১ টাকা করা হয়েছে। আর সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম ভরিতে ৬৯৮ টাকা কমিয়ে ৬২ হাজার ১৬৯ টাকা করা হয়েছে।

এদিকে সোনার দাম কমানো হলেও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে রুপার দাম। ক্যাটাগরি অনুযায়ী ২২ ক্যারেটের রুপার দাম প্রতি ভরি ১ হাজার ৭১৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২১ ক্যারেটের রুপার দাম ১ হাজার ৬৩৩ টাকা, ১৮ ক্যারেটের দাম ১৪০০ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির রুপার দাম ১০৫০ টাকায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

দামুড়হুদা উপজেলা বালাইনাশক বিক্রেতা এসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলন

দামুড়হুদা উপজেলা বালাইনাশক বিক্রেতা এসোসিয়েশন বার্ষিক সম্মেলন ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার দুপুর ২টার সময় ডিসি ইকোপার্কে চড়ুইভাতি চত্বরে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা -২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর। এসময় তিনি বলেন বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ, এদেশের অর্থনীতি প্রবৃদ্ধিতে কৃষি বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়তে তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার একটি কৃষি বান্ধব সরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কৃষি বিভাগের তত্ত্বাবধানে কৃষকের মাঝে ন্যায্য মূল্যে কৃষকের কাছে সার পৌঁছে দিচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর এ স্বপ্ন পূরণে অগ্রনী ভূমিকায় রয়েছেন আপনাদের মতো বালাইনাশক খুচরা বিক্রেতা।বর্তমানে দামুড়হুদা উপজেলায় বালাই নাশক খুচরা বিক্রেতাদের মাধ্যমে প্রতি বছরে বিনা সুদে বাকিতে প্রায় সরকারি মূল্যে দেড়শো কোটি টাকার উন্নত মানের বীজ,সার ও কীটনাশক সরবারহ করে থাকি।

দামুড়হুদা উপজেলা বালাইনাশক বিক্রেতা এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক সম্মেলনে চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিভাস চন্দ্র সাহা’র সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ, দামুড়হুদা উপজেলা সিআইজি কৃষক সংগঠনের সভাপতি সামসুল ইসলাম।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান মনিরের প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আ: করিম,কুড়ালগাছি ইউপি চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান হযরত আলী,নাটুদাহ ইউপি চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম,হাউলী ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, দামুড়হুদা উপজেলা বালাইনাশক এসোসিয়েশন সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সাধারণ সম্পাদক মিনহাজ উদ্দিন। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সাংবাদিক বৃন্দ ও দামুড়হুদা উপজেলার বালাই নাশক ব্যাবসায়িক বৃন্দ।

দর্শনায় মুদি দোকানের দেয়াল ভেঙ্গে দুটি দোকানে চুরি

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় দুটি দোকানের দেয়াল ভেঙ্গে ও তালা ভেঙ্গে চুরি সংঘটিত হয়েছে। দর্শনা পৌর এলাকার পুরাতন বাজার রেলগেট মুল সড়কের পাশে ব্যস্ততম স্থান।

গতকাল শুক্রবার ভোরে আনিসুরের মুদি দোকানের ২০ ইঞ্চি দেওয়াল ভেঙ্গে চোর চক্র হানা দেয়। এ সময় দোকানের ক্যাশ বাক্স ভেঙ্গে নগদ ৭০ হাজার টাকা, ৫ লিটারের ১০টি সায়াবিন তেলের বোতল

বিভিন্ন ব্রান্ডের সিগারেট, সাবান, কাটুন ভর্তি এলাচ অন্যান্য মালামাল সহ প্রায় দুইলাখ টাকার মালামাল নিয়ে যায়। এছাড়া রাস্তার বিপরীত পাশের আতিয়ার রহমানের দোকানের তালা ভেঙ্গে বিভিন্ন ব্রান্ডের চাপাতি, সিগারটসহ অন্যান্য মালামাল নিয়ে যায়।

গতকাল শুক্রবার সকালে দর্শনা থানার এসআই রাম চদ্র সহ সঙ্গীয় ফার্স ঘটনাস্হল পরিদর্শন করেন। তিনি দাবী করেন- আমি নিজ রাত ২ টার দিকেও এই সড়কে টহল ছিলাম। ভোরে এঘটনা ঘটত পারে। এ বিষয় দাকানর মালিক আনিসুর রহমান দর্শনা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবির ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন দেয়াল ভেঙ্গে চুরি করেছে। তবে আমরা সিসি ক্যামেরা দেখে চোর সনাক্তসহ প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নেব।

দামুড়হুদা উপজেলা সার বীজ মনিটরিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলা সার বীজ মনিটরিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বেলা ১২টার সময় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের সভা কক্ষে এই সার বীজ মনিটরিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভার শুরুতেই সার বীজ মনিটরিং কমিটির পক্ষ থেকে নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতাকে ফুলের শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান মনির, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা বেগম, উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রশিদ, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সাইফুন নাহার, দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আরিফুল ইসলাম মিলন, উপজেলা সিআইজি কৃষক সংগঠনের সভাপতি সামসুল ইসলাম, বিএডিসি সভাপতি নজরুল ইসলাম, বিসিআইসি ডিলার সাইফুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, ইয়াসিন আলী, মনিরুল হক, হাবিব, আনোয়ার, রবিউল ইসলাম প্রমুখ।

মুজিবনগর উপজেলায় দুই

প্রতিষ্ঠানকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা আনন্দবাস গ্রামে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে দুই প্রতিষ্ঠানকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ বুধবার ২২শে ফেব্রুয়ারী সকালের দিকে মেহেরপুর জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানে মুদিখানা, ফার্মেসি, হোটেল, সার-কীটনাশকসহ বেশকিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়।

এসময় আনন্দবাস বাজারে মেসার্স জিল্লুর স্টোর নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে মূল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করা, অস্বাস্থ্যকরভাবে খাদ্যপণ্য সংরক্ষণ ও শিশুদের নিম্নমানের খাদ্যপণ্য বিক্রয়ের অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৩ ও ৪৫ ধারায় ৩,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়।

অপর একটি প্রতিষ্ঠান মেসার্স বাসার মিষ্টান্ন ভাণ্ডারকে পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য ফ্রিজে রেখে বিক্রয়ের অপরাধে ৩৮ ও ৫১ ধারায় ৫,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় জব্দকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ ও খারাপ পণ্যগুলো জনসম্মুখে নষ্ট করা হয় এবং ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ বলেন,বেশকিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়। এসময় দুই প্রতিষ্ঠানের পণ্যের মুল্যতালিকা ও নিম্নমানের খাদ্যপণ্য বিক্রয়ের অপরাধে জরিমানা করা হয় এবং জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা ও জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ তারিকুল ইসলাম ও এবং মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিম।

দামুড়হুদা কার্পাসডাঙ্গায় সোনালী ‘এজেন্ট ব্যাংকিং’ আউটলেট শুভ উদ্বোধন

দামুড়হুদা কার্পাসডাঙ্গায় সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের “এজেন্ট ব্যাংকিং” আউটলেট এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোনালী ব্যাংক চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সার্বিক তত্ত্বাবধানে সোমবার সকাল ১০টার সময় দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারের প্রাণকেন্দ্রে জামাল মার্কেটের ২য় তলায় এ এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটের উদ্বোধন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সোনালী ব্যাংক শাখার প্রিন্সিপাল অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার নাজমুল হক এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ফিতা কাটেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু।

প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গা সদর সার্কেল আনিসুরজ্জামান লালন, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ।

স্বাগতম বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা শাখা সোনালী ব্যাংক ম্যানেজার রিপন আহমেদ,রাফিদ সীডস কোম্পানি (প্রাঃ) লিমিটেড এর চেয়ারম্যান জনাব মোস্তাক আহমেদ, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজির আহম্মেদ, আব্দুল সালাম বিশ্বাস, জাহিদুল ইসলাম মুকুল, আওয়ামী লীগের নেতা ফয়সাল, আওয়ামী লীগের নেতা আশাদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলার সকল সাংবাদিকবৃন্দ, এছাড়া সোনালী এজেন্ট ব্যাংকিং পরিচালনায় উপস্থিত ছিলেন মোছাঃ শাহানাজ ইয়ামিন, সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি মাহফুজুর রহমান মঞ্জু তিনি

বলেন, বঙ্গবন্ধুর দেওয়া নাম সোনালী ব্যাংক। তার স্বপ্নের সেই ব্যাংকের সেবা সব শ্রেনির মানুষের মাঝে পৌঁছে দিতে চাই। দেশের যেকোন ব্যাংকের চেয়ে সোনালী ব্যাংক এগিয়ে। এবার গ্রামের সাধারণ মানুষের দোড়গোড়ায় সকল সেবা পৌঁছে দিতে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করেছে সোনালী ব্যাংক। দেশের সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল ভিত্তি হল জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস যোগ্যতা। গ্রাহকের অর্থের নিরাপত্তা ও সুরক্ষিত রাখতে সোনালী ব্যাংক জন্মলগ্ন থেকে কাজ করে যাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নিজ হাতে নামকরণ করা এই প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র ব্যবসায়িক লক্ষ্যেই গড়ে উঠেনি। এটি সরকারি সেবামূলক কাজ দেশ ও জাতির সেবায় কাজ করে যাচ্ছে। সোনালী ব্যাংক আর্থ সামাজিক উন্নয়নসহ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া সোনালী ব্যাংকের অবদান নিয়ে আলোচনা করেন এবং সবাইকে সোনালী ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং এর সঙ্গে লেনদেন বজায় রাখতে আহ্বান জানান।

মেহেরপুরের যাদুখালী স্কুল এন্ড কলেজের ৫টি গাছ কাটার অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার যাদুখালী স্কুল এন্ড কলেজের পাঁচটি সেগুন গাছ কাটার অভিযোগ উঠেছে সভাপতি আব্দুস সামাদ ওরফে বাবলু বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও পিরোজপুর ইউপি চেয়ারম্যান।

গত শনিবার এ পাঁচটি সেগুন গাছ কাটা হয়। যার আনুমানিক মূল্য ৯০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা। তবে শিক্ষার্থীদের নদী পার করতে নৌকা তৈরি কাজে ব্যবহারের জন্য রেজুলেশ করেই গাছ কাটা হয়েছে। তবে প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও সদ্য সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দুজনেরই কেউই জানেন না রেজুলেশন হয়েছে কি না।

জানা গেছে, যাদুখালী স্কুল এন্ড কলেজের সীমানা প্রাচির সংলগ্ন সেগুন বাগান থেকে ৫টি সেগুন গাছ কাটে গুড়িসহ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যার প্রতিটা গাছের মূল্য ১৮ থেকে ২০ হাজার টাকা হবে বলে জানান স্থানীয়রা।

সদ্য সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম বলেন, গত বছরের ৩১শে অক্টোবর থেকে চলতি বছরের ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমি ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। আমার ওই সময়ের মধ্যে গাছ কাটা সংক্রান্ত কোনো রেজুলেশন করা হয়নি। আমি শুনেছি ৫টি সেগুন গাছ কাটা হয়েছে। গত শনিবার ছুটি থাকার কারণে আমি প্রতিষ্ঠানে ছিলাম না।

বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাজিবুল আলম বলেন, আমি চলতি মাসের ৯ তারিখে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছি। আজ দশ দিন পূর্ণ হল আমার দায়িত্ব নেওয়ার মধ্যে গাছ কাটার বিষয়ে প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

যাদুখালী স্কুল এন্ড কলেজের প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক আব্দুল সামাদ বিশ্বাস বলেন, পাশ্ববর্তি যতারপুর গ্রামের ৩শ ছেলে মেয়ে স্কুলে পড়াশোনা করে। ভৈরব নদীর উপর নির্মিত বাঁশের সাঁকো দিয়ে এসব শিক্ষার্থীরা পার হয়ে স্কুলে আসে। বর্ষার সময় সাঁকোর অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায়। সে কারণে পারাপারের জন্য নৌকা একটি ভালো মাধ্যম। স্কুলের গাছ কাটা হয়েছে নৌকা বানানোর জন্য। এটি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাই রেজুলেশন করে গাছ কাটা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা শিক্ষা অফিসার মাহফুজুর হোসেন বলেন, সরকারি অথবা বেসরকারি কোন প্রতিষ্ঠানের গাছ কাটতে হলে সরকারি বিধি মোতাবেক কাটতে হবে। এজন্য প্রতিষ্ঠানের রেজুলেশনসহ উপজেলা গাছ কাটা বিষয়ক কমিটি রয়েছে। সে কমিটিতে অবহিত করতে হবে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সদর উপজেলা গাছ কাটা বিষয়ক কমিটির সভাপতি মো. ওবায়দুল্লাহ বলেন, যাদুখালী স্কুল এন্ড কলেজের গাছ কাটার কাটার বিষয়টি আমি জানিনা। স্কুলের কর্তৃপক্ষ কিভাবে সিদ্ধান্ত নিলো বিষয়টি জেনে বলতে পারবো।